সংঘমিত্রা বসু
জীবন বৃত্তান্ত

সেইসব মেঘ মেঘ দিনে,
যখন আমি ইস্কুল পালিয়ে আম কুড়োতে যেতাম,
তুই বলতিস, -- 'কেমন আছিস?'
        তখনআমার সময় কোথায়!
        ঝড়আসছে না!
বলতাম -- 'ভালো।'
তার কিছুকাল পর,
যখন আমি জারুলপাতায় খড়-রঙা-রোদ নিয়ে কলেজ থেকেফিরতাম,
        তুমিবল্‌তে--'কেমন আছো'?
বলতাম 'এইচলছে।'
        তখনো আমার সময় কোথায়!
        জারুল বনে সূর্য ডুবছে না!
আর এখন,
সেই কোন কাক-ডাকা-ভোরে যখন হাঁসেরা পুকুর থেকেউঠে,
খয়েরী ডানায় করে জলনিয়ে যায়,
আমি ঘুম চোখে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকি।
আপনি জিগেস করেন--'কেমন আছেন?'
        সংক্ষেপে বলি -- 'আছি!'
সময় কোথায় ? ট্রেন আসছে না!
আর ভাবি,
যখন সত্যি অবসর আসবে,
সেই শিমুল তুলো ওড়া-দিনে যদি প্রশ্ন করেন-- 'কেমন আছেন?'
কি করে বলব ! -- 'ছিলাম! এখন আর নেই'!

আত্মকথা

মাঠ থেকে রোদ কুড়িয়ে ঘরে ফেরে মেয়ে,
এসেই ধূলোপায়,
মাঠের দুঃখ লিখে রাখে সবুজ খাতায়।
পড়শীরা অবাক!
কবিতা-লেখা-মেয়ে! কিছু নেই কানে বা গলায়!
একরাশ খোলা চুল ভরসন্ধ্যায়!
দুপুরটা চুপচাপ বেশ কেটে যায় পরচর্চায়। মধ্যবিত্তপাড়ায়।
ও মেয়েটা অন্য কিছু ভাবে-- অকাজ করে সময় কাটায়।
একলা জানালার কাছে তার একটা নিজস্ব অধিকার আছে,
অধিকার আছে ব্যক্তিগত বেঁচে থাকায়।
মানুষ এসব কথা কেন ভুলে যায়!
শ্বাসকষ্ট বাড়ে তার। কেন যেন শ্বাসকষ্ট হয়।
তারপর একদিন মেঘলা হাওয়ায়,
ভাঙা পাঁচিলের ইঁট থেকে হলুদ ফুলের কুঁড়ি মাথাতুলে চায়।
মেয়েটাকে কাছে ডাকে।
বলে 'আমিও এইখানে আছি, থাকব, সম্পূর্ণ হওয়ারঅপেক্ষায়।'
মেয়েটা পালকের মতো ছাদে উড়ে যায়।
আগামী ফুলের কামনা -- আকাশের রঙ যেন লাগে ওরগায়।